প্রথম আলো
বৃহস্পতিবার, [illegible]

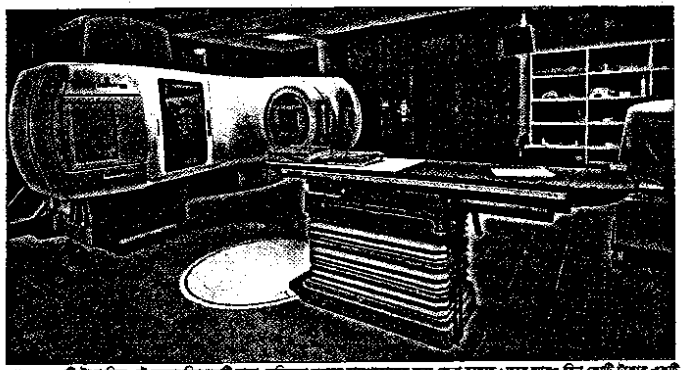

প্রায় ১০ কোটি টাকা দিয়ে এই অত্যাধুনিক যন্ত্রটি ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের জন্য কেনা হয়েছে। তবে আরও তিন কোটি টাকার একটি যন্ত্র এর সঙ্গে যুক্ত না করলে এটা সচল হবে না। এই যন্ত্র চালানোর জন্য দক্ষ-প্রশিক্ষিত জনবলও হাসপাতালে নেই —হাসান রাজা

শত কোটি টাকার চিকিৎসাযন্ত্র পড়ে আছে হাসপাতালগুলোতে

শিশির মোড়ল

রাজধানীর ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব কিডনি ডিজিজেস অ্যান্ড ইউরোলজির দোতলায় এনজিওগ্রাম কক্ষটির তালাবদ্ধ। বছর চারেক আগে রাখা পেরিফেরাল (রেনাল) এনজিওগ্রাম যন্ত্রটি অচল হয়ে পড়ে আছে, এক দিনের জন্যও যন্ত্রটি সচল হয়নি। প্রায় তিন কোটি টাকা ব্যয় করে বসানো হলেও এ যন্ত্র দিয়ে একজন রোগীরও সেবা করতে পারেননি ইনস্টিটিউটের চিকিৎসকেরা।

শুধু এই একটি যন্ত্র নয়, দেশে ১০০ কোটি টাকারও বেশি মূল্যের যন্ত্রপাতি অব্যবহৃত অবস্থায় পড়ে আছে সরকারি হাসপাতালগুলোতে। এ যন্ত্রপাতিতে মরিচা ধরছে, অনেকগুলো আর কোনো দিনই ব্যবহার করা যাবে না—এমন আশঙ্কাও প্রকাশ করেছেন কেউ কেউ।

নাতাশা করপোরেশন লিমিটেড নামের একটি প্রতিষ্ঠান যন্ত্রটি ২০০৩ সালে ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব কিডনি ডিজিজেস অ্যান্ড ইউরোলজিতে সরবরাহ করে। ইনস্টিটিউটের পরিচালক অধ্যাপক ডা. শামীম আহমেদ *প্রথম আলোকে* বলেন, শুরু থেকেই যন্ত্রটিতে নানা সমস্যা দেখা দেয়। যন্ত্রটি চালু করার জন্য ইনস্টিটিউট ও নাতাশার মধ্যে কয়েকবার চিঠি চালাচালি হয়। কিন্তু কাজের কাজ কিছু হয়নি। রোগীকে সেবা দেওয়া তো দূরের কথা, যন্ত্রটি চালু করাই সম্ভব হয়নি বলে তিনি মন্তব্য করেন।

স্বাস্থ্য অধিদপ্তর এ বছর জুলাই মাসে নাতাশাকে 'কালো তালিকাভুক্ত' করেছে। অধিদপ্তরের কেন্দ্রীয় ঔষধাগারের পরিচালক (ভাণ্ডার ও সরবরাহ) স্বাক্ষরিত বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, 'যন্ত্রটি কার্যকর করতে ব্যর্থ হওয়ায় দেশের কিডনি রোগীরা চিকিৎসাসেবা থেকে বঞ্চিত হয়েছে।' বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়েছে, এক বছর প্রতিষ্ঠানটি সরকারের কোনো দরপত্রে অংশ নিতে পারবে না।

এরপর পৃষ্ঠা ১৭ কলাম ৩

শত কোটি টাকার চিকিৎসাযন্ত্র পড়ে আছে হাসপাতালগুলোতে

প্রথম পৃষ্ঠার পর

নাতাশা এই ইনস্টিটিউটে আরও একটি আধুনিক এক্স-রে যন্ত্র সরবরাহ করেছিল, সেটিও বিকল পড়ে আছে। নাতাশার কর্মকর্তারা সরকারের সিদ্ধান্তকে একচোখা বলে মন্তব্য করেছেন। নাতাশার চেয়ারম্যান ও প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা মোহাম্মদ নুরুল আলম *প্রথম আলোকে* বলেন, একই রকম ঘটনা আরও অনেক যন্ত্রের ক্ষেত্রে ঘটেছে, কিন্তু সরকার বৈষম্যমূলক শাস্তির ব্যবস্থা নিয়েছে শুধু নাতাশার বিরুদ্ধে।

লিনিয়ার এক্সিলেটর কবে সেবা দেবে কেউ জানে না: ট্রেড ভিশন নামের একটি প্রতিষ্ঠান জোট সরকারের আমলে অত্যাধুনিক পাঁচটি লিনিয়ার এক্সিলেটর যন্ত্র সরবরাহ করে। সে সময় জাতীয় ক্যান্সার গবেষণা ইনস্টিটিউট ও হাসপাতালের জন্য তিনটি এবং ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল ও বগুড়া জিয়াউর রহমান মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের জন্য একটি করে যন্ত্র কেনা হয়। ২০০৩ থেকে ২০০৫ সালের মধ্যে ৬০ কোটি ২১ লাখ টাকা দিয়ে কেনা যন্ত্রগুলো কবে মানুষের চিকিৎসার কাজে লাগবে তা কেউ বলতে পারে না।

ক্যান্সার এবং বিকিরণ বিশেষজ্ঞরা বলেছেন, বর্তমান বিশ্বে সাম্প্রতিক প্রযুক্তি ব্যবহার করা হয় লিনিয়ার এক্সিলেটর যন্ত্রে। এই যন্ত্র দিয়ে রশ্মির মাধ্যমে শরীরের নির্দিষ্ট ক্যান্সার আক্রান্ত কোষ বা টিউমার (আশপাশের কোষের কোনো ক্ষতি না করে) নিখুঁতভাবে পুড়িয়ে বা ধ্বংস করে ফেলা সম্ভব। অতি উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন রশ্মি বিকিরণকারী এই যন্ত্র চালানোর জন্য বিশেষজ্ঞ চিকিৎসা-পদার্থবিদ (মেডিকেল-ফিজিসিস্ট) দরকার হয়।

জাতীয় ক্যান্সার গবেষণা ইনস্টিটিউট ও হাসপাতালের পরিচালক অধ্যাপক ডা. এ এম এম শরিফুল আলম বলেন, দেশের ক্যান্সার রোগীদের অত্যাধুনিক যন্ত্রের মাধ্যমে চিকিৎসাসেবা দেওয়ার উদ্দেশ্যে নতুন যন্ত্র আনার ব্যাপারে বিগত সরকারকে তাঁরা রাজি করিয়েছিলেন। ইনস্টিটিউটের তিনটি লিনিয়ার এক্সিলেটর যন্ত্র সচল হলে দৈনিক ৪০০ রোগীর চিকিৎসা দেওয়া সম্ভব হবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন। কিছু সমস্যার কথা স্বীকার করে তিনি বলেন, 'খুব তাড়াতাড়ি যন্ত্রগুলো আমরা চালু করতে পারব।'

ঢাকা মেডিকেল কলেজের একজন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক নাম প্রকাশ না করার শর্তে *প্রথম আলোকে* বলেন, কারিগরি কমিটি এই যন্ত্র না আনার জন্য মত দিয়েছিল। আণবিক শক্তি কমিশনের একজন পদস্থ কর্মকর্তা বলেন, এ ধরনের অত্যাধুনিক যন্ত্র ব্যবহারের জন্য অন্য যেসব অবকাঠামোগত সুবিধা, দক্ষ জনবল দরকার তা দেশে নেই।

ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে গিয়ে দেখা গেছে, যন্ত্র চালু করার জন্য প্রায় ১০ কোটি টাকা ব্যয় করে যে ভবন তৈরি হয়েছে, দ্বিতীয়বারের মতো তার দেয়াল পুরু করার কাজ চলছে। এ প্রসঙ্গে হাসপাতালের পরিচালক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল ডা. মো. আব্দুস শহীদ খান *প্রথম আলোকে* বলেন, আগস্ট মাসের প্রথম সপ্তাহে আণবিক শক্তি কমিশনের কর্মকর্তারা যন্ত্রটির রশ্মি পরীক্ষা করে আপত্তি জানিয়েছেন।

বাংলাদেশ আণবিক শক্তি কমিশনের একজন বিকিরণ রশ্মি বিশেষজ্ঞ এই প্রতিবেদককে বলেন, ঢাকা মেডিকেল কলেজ যন্ত্র ব্যবহার কেন্দ্রের কংক্রিটের দেয়াল আট ফুট পুরু করার কথা ছিল। কিন্তু তা করা হয়নি বলে রশ্মি আশপাশ এলাকায় ছড়িয়ে পড়ছিল। একই সমস্যা বগুড়া মেডিকেল কলেজে এবং ঢাকার ক্যান্সার ইনস্টিটিউটের একটি যন্ত্রের ক্ষেত্রে দেখা গেছে বলে তিনি জানান। এ সমস্যার সমাধান না হলে কমিশন ছাড়পত্র দেবে না।

ঢাকা মেডিকেল কলেজের রেডিওলজি বিভাগের একজন শিক্ষক বলেন, শুধু ভবন নির্মাণের কাজ শেষ হলেই এ যন্ত্র থেকে রোগীরা সেবা পাবে না। কেননা, যন্ত্র চালানোর জন্য যে দক্ষ চিকিৎসা-পদার্থবিদ দরকার তা হাসপাতালে নেই। সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রশাসন *প্রথম আলোকে* জানিয়েছে, তিনটি প্রতিষ্ঠানের কোনোটিতে একজনও চিকিৎসা-পদার্থবিদ নেই, এমনকি সেই পদও নেই।

এ বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করলে স্বাস্থ্যসচিব এ কে এম জাফরউল্লাহ খান *প্রথম আলোকে* বলেন, পাঁচটি লিনিয়ার এক্সিলেটর যন্ত্র যেন দ্রুত সচল হয় সে জন্য সব ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। নাতাশার প্রসঙ্গে স্বাস্থ্যসচিব বলেন, এক বছর দরপত্রে অংশ নেওয়া থেকে বিরত রাখাই যথেষ্ট নয়। সরকার তথা জনগণের অর্থের অপচয় হলে তার জন্য দায়ী ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে শাস্তি পেতে হবে।

সারা দেশের চিত্র: ১৪টি সরকারি মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়, বিশেষায়িত হাসপাতাল এবং গবেষণা ইনস্টিটিউটের জন্য জোট সরকারের আমলে শত শত কোটি টাকার চিকিৎসা সরঞ্জাম কেনা হয়।

২৫০ শয্যায় উন্নীত করার প্রকল্পের আওতায় দিনাজপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে প্রায় ৪০ কোটি টাকার যন্ত্রপাতি কেনা হয়েছে। এক বছর ধরে যন্ত্রপাতিগুলো অব্যবহৃত অবস্থায় পড়ে আছে, প্যাকেট পর্যন্ত খোলা হয়নি। একটি সূত্র জানিয়েছে, অনেক যন্ত্রে মরিচা ধরে যাচ্ছে, এর কোনো কোনোটি ব্যবহারই করা যাবে না।

স্বাস্থ্যসচিব এ কে এম জাফরউল্লাহ খান আরও বলেন, সারা দেশে সরকারের হাসপাতাল ও স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলোতেও ছোট-বড় বহু যন্ত্র বিকল পড়ে আছে। সরকারের তরফে এসব যন্ত্রের একটি তালিকা তৈরির কাজ চলছে। তালিকা শেষ হলে যন্ত্রগুলো সারাই, মেরামত বা সচল করার জন্য বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানকে দায়িত্ব দেওয়া হবে।

বিকিরণ নিয়ে কাজ করে বলে সরকারি প্রতিষ্ঠানের এক্স-রে যন্ত্রের একটি তালিকা আণবিক শক্তি কমিশনের কাছে রয়েছে। কমিশনের একজন পরিচালক *প্রথম আলোকে* জানান, অনেক অর্থ দিয়ে অত্যাধুনিক এক্স-রে যন্ত্র কিনে সরকার এমন জায়গায় পাঠিয়েছে যেখানে বিদ্যুৎই নেই। তিনি আরও বলেন, 'সুবিবেচনা থেকে সরকার এসব যন্ত্র কেনেনি।'